পশ্চিমবঙ্গে বয়ঃসন্ধিকালীন গর্ভাবস্থা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে প্রশ্নোত্তর মালা

NATIONAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

unicef
for every child

যাদের জন্য :

দম্পতি, মেয়ে, ছেলে, পরিবার, সম্প্রদায় এবং স্বাস্থ্যসেবা কর্মী

কিশোর-কিশোরীরা কারা?

শৈশব এবং প্রাপ্তবয়স্কতার মধ্যবর্তী জীবনের পর্যায় হল বয়ঃসন্ধি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দশ থেকে উনিশ বছর বয়সকে বয়ঃসন্ধি কাল হিসেবে চিহ্নিত করেছে। আদমশুমারি 2011 অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ (১৯.৯৫%) হল কৈশোর (1,82,15,000)। মোট বয়ঃসন্ধিকালের জনসংখ্যার মধ্যে, 10 শতাংশ 10-14 বছর বয়সী এবং প্রায় 9.95 শতাংশ 15-19 বছর বয়সী গোষ্ঠীর অন্তর্গত।

বয়ঃসন্ধিকালীন গর্ভাবস্থা কি?

বয়ঃসন্ধিকালীন গর্ভাবস্থা হল 20 বছরের কম বয়সী মহিলাদের মধ্যে গর্ভধারণের ঘটনা। ২১ বছর বয়সের আগে মহিলা/মেয়েরা গর্ভবতী হয়। এটি সাধারণত বাল্য বিবাহ বা অল্পবয়সী বিবাহিত/অবিবাহিত দম্পতিদের মধ্যে যৌন প্রজনন ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত, যারা নিরাপদভাবে বা গর্ভনিরোধক ব্যবহার করে সহবাস করে না।

কেন এটি চিন্তার বিষয়?

বয়ঃসন্ধিকাল হল মেয়েদের এবং ছেলেদের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ বয়স, যখন শরীরের বিকাশ ঘটে চলেছে এবং বৃদ্ধির গতি ও পরিবর্তন রয়েছে। এটি বয়ঃসন্ধিকালীন ছেলে-মেয়েদের কম পুষ্টি উপাদান , হরমোনের পরিবর্তন, আয়রন ফলিক অ্যাসিড এবং অন্যান্য অনু-পুষ্টিগত উপাদানের (মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের) ঘাটতি, মানসিক এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সমস্যাগুলির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। বয়ঃসন্ধিকালে 9 মাসের গর্ভাবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে এবং একটি সুস্থ নবজাতক শিশুকে লালন-পালন করার জন্য মেয়ে বা ছেলে উভয়েরই শরীর তৈরী থাকে না।

ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের কিশোরী ও মহিলাদের মধ্যে রক্তশূন্যতার প্রকোপ বেশি। পশ্চিমবঙ্গে 50% এরও বেশি মেয়ে এবং ছেলে রক্তাল্পতা, অপুষ্টিতে আক্রান্ত।

বয়ঃসন্ধিকালীন গর্ভাবস্থা কিশোরী মেয়েদের মধ্যে রক্তাল্পতা এবং অন্যান্য জটিলতা বাড়াতে পারে, যা তাদের গর্ভাবস্থাজনিত উচ্চ রক্তচাপ বা ডায়াবেটিস এবং গর্ভাবস্থাজনিত জটিলতা এবং এমনকি গর্ভাবস্থার কারণে সম্ভাব্য মৃত্যুর ঝুঁকিও বাড়িয়ে দেয়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, রক্তাল্পতা ও অপুষ্টি, অপুষ্টির একটি আন্তঃপ্রজন্মীয় জীবনচক্রের দিকে পরিচালিত করে এবং নবজাতকের কম জন্ম ওজন (LBW), সময়ের আগেই জন্ম হয়ে যাওয়া এবং আয়রন ফলিক অ্যাসিড (IFA) এর ঘাটতি, নবজাতকদের মধ্যে নিউরাল টিউব ত্রুটির কারণ হতে পারে। একইভাবে, নবজাতক অন্যান্য জন্মগত ত্রুটি বা বৃদ্ধি-বিকাশ জনিত সমস্যা, পুষ্টিজনিত ব্যাধি ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।

একইভাবে, এটি ছেলেদের ওপর মানসিক চাপ বাড়ায় এবং অন্যান্য আর্থ-সামাজিক উদ্বেগের দিকে ছেলেদের নিয়ে যেতে পারে, তাড়াতাড়ি স্কুল ছেড়ে দেওয়া এবং ছেলেরা শ্রমিক হিসেবে বা কাজের জন্য অন্য জায়গায় গিয়ে কাজ করতে বাধ্য হয়। এইসব বিষয় বাবাদের মনোসামাজিক এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে।

পশ্চিমবঙ্গে বয়ঃসন্ধিকালীন গর্ভাবস্থা কেন একটি সমস্যা?

জাতীয় পরিবার ও স্বাস্থ্য সমীক্ষা-V (NFHS-V) অনুসারে, সমস্ত রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে কিশোরী বিবাহের (41.6%) প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। ভারতের বড় রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে গর্ভধারণের হার সবচেয়ে বেশি। এনএফএইচএস-V অনুসারে, প্রায় 16.4% মহিলা 15-19 বছর বয়সী যারা সমীক্ষার সময় ইতিমধ্যেই মা বা গর্ভবতী ছিলেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, 100 জনের মধ্যে 16 জন মহিলা 19 বছর বয়সের মধ্যে গর্ভবতী হচ্ছেন।

এক্ষেত্রে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জেলাগুলো হল কোচবিহার, বীরভূম, পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদা এবং এই জায়গা গুলির— গ্রাম-শহর, বিবাহিত -অবিবাহিত, স্কুলে এবং স্কুলের বাইরে সমস্ত ক্ষেত্রই প্রভাবিত

হয়েছে। সমস্যাটি তাদের মধ্যে বেশি যারা তাড়াতাড়ি স্কুল ছেড়ে দিয়েছে, যারা সবচেয়ে দুর্বল জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং কঠিন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের সাথে সাথে বাল্যবিবাহের ঐতিহ্য রয়েছে এমন জায়গায় বসবাস করে।

যেসব জেলায় বাল্যবিবাহ বেশি সেখানে বয়ঃসন্ধিকালীন গর্ভধারণও বেশি, বলা বাহুল্য যে যেসব জেলায় গর্ভনিরোধক ব্যবহারের হার বেশি সেখানে বয়ঃসন্ধিকালীন গর্ভধারণের প্রবণতাও অনেক কম। রাজ্যের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে 100 জন মহিলার মধ্যে 14 জন 19 বছর বয়সের মধ্যে গর্ভবতী হচ্ছে। 2022-23 সালে, মোট কিশোরী গর্ভধারণের সংখ্যা 200187 (“মাত্রিমা” পোর্টাল) এবং মোট নিবন্ধিত গর্ভধারণের সংখ্যা। হল 1431158 (HMIS)।

বয়ঃসন্ধিকালীন গর্ভাবস্থার পরিণতি কি?

বয়ঃসন্ধিকালীন গর্ভাবস্থা মাতৃ ও শিশু মৃত্যু এবং অসুস্থতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমবঙ্গের মাতৃ মৃত্যুর হার বেড়েছে। যেহেতু বয়ঃসন্ধিকালীন গর্ভধারণ মাতৃত্বকালীন জটিলতা এবং মাতৃমৃত্যুর উচ্চ ঝুঁকির সাথেও যুক্ত, তাই মাকে বাঁচানো এবং মাতৃত্বকালীন জটিলতাগুলিকে কম করার জন্য আমাদের বয়ঃসন্ধিকালীন গর্ভধারণ হ্রাস করার উদ্যেশ্যে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে।

কিশোরী মায়েরা (10-19 বছর বয়সী) 20-24 বছর বয়সী মহিলাদের তুলনায় এক্লাম্পসিয়া, পিউয়ারপেরাল এন্ডোমেট্রাইটিস এবং সিস্টেমিক সংক্রমণের বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন হয় এবং বয়ঃসন্ধিকালীন মায়েদের শিশুরা কম জন্ম ওজন, সময়ের আগেই জন্ম এবং নবজাতকরা গুরুতর অবস্থার সম্মুখীন হয়। এসএনসিইউতে ভর্তি হওয়া এবং মৃত্যুহারের সবচেয়ে সাধারণ কারণ হল কম জন্মের ওজন, সময়ের আগেই প্রসব-21%, জন্মগত ত্রুটি ছাড়াও শ্বাসকষ্ট বা শ্বাসকষ্ট এবং সংক্রমণ (সেপসিস)।

15-19 বছর বয়সী কিশোরী মেয়েদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অনিচ্ছাকৃত গর্ভধারণের পরিণতি হয় গর্ভপাত, যা প্রায়শই নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশগুলিতে অসুরক্ষিত গর্ভপাত হিসেবে চিহ্নিত হয়।

প্রসব পরবর্তী ক্ষেত্রে কিশোরী মায়েদের বিষন্নতার হার এবং উল্লেখযোগ্য মাত্রার চাপ তৈরী হয় যা 25 বছরের বেশি বয়সী গর্ভবতী মহিলাদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ।

বাল্যবিবাহ এবং কিশোরী গর্ভাবস্থা স্কুল ড্রপআউট এবং শিক্ষা বন্ধ করার দুটি প্রধান কারণ।

বয়ঃসন্ধিকালীন গর্ভধারণের কারণগুলি কী কী?

- যে সব মেয়েরা তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেলে, বয়স কম হওয়ার কারণে বাচ্চা দেরিতে নেওয়া বা এবং গর্ভনিরোধকের ব্যবহার করা এই সমস্ত বিষয়ে তারা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জায়গায় থাকে না।
- অল্পবয়সী মেয়েদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নেই যে তারা কখন গর্ভধারণ করতে চায় বা গর্ভাবস্থা বিলম্বিত করতে চায় তা বেছে নেওয়ার বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার। গর্ভধারণের জন্য তাদের স্বামীর বা সামাজিক বা পারিবারিক চাপ থাকে।
- মেয়ে, ছেলে এবং দম্পতিদের গর্ভনিরোধক পছন্দ সম্পর্কে সচেতনতা নেই। গর্ভনিরোধক অনেক জায়গায় কিশোর-কিশোরীদের কাছে সহজলভ্য নয়। সেগুলি কোথায় পাবেন এবং কীভাবে সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন সে সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব।
- পরিবারের সদস্য, বাবা-মা, শ্বশুরবাড়ির লোকেরা গর্ভনিরোধক নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন না এবং বাল্যবিবাহ ও তাড়াতাড়ি গর্ভধারণ সংক্রান্ত ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন নন।
- বাচ্চা নিতে সক্ষম সেটি প্রমানের তাগিদ থাকে এবং সন্তান নেওয়ার জন্য পারিবারিক চাপ।
- সন্তান দেরিতে হওয়ার জন্য জনগোষ্ঠীর অনেকেই কলঙ্কিত করে কারণ বিয়ের পরে সন্তানের জন্ম স্বাভাবিক বলে মনে করা হয়।
- গর্ভাবস্থা সংক্রান্ত ভুল ধারণা— বয়স বাড়ার সাথে সাথে সন্তান জন্মদান কঠিন হয়ে উঠতে পারে।
- তাড়াতাড়ি বাচ্চা নিয়ে মেয়ের মর্যাদা উন্নত করা এবং শ্বশুর বাড়িতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

আমাদের কি করা উচিৎ

- বয়ঃসন্ধিকালীন গর্ভধারণের ঝুঁকি এড়াতে প্রথম বাচ্চা দেরিতে নেওয়ার উপর জোর দিয়ে সকল স্তরে ব্যাপক সচেতনতা।
- সকল স্তরের সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুলোতে সমস্ত গর্ভনরোধকের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।
- সুরক্ষিত যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য এবং গর্ভনিরোধক পছন্দ সম্পর্কে আলোচনা ও প্রচার।

যাদের আমরা সচেতন করব

- বয়ঃসন্ধিকালের মেয়ে/ছেলে/বয়ঃসন্ধিকালের দম্পতি।
- বাবা-মা শ্বশুর-শাশুড়ি।
- জনগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ লোকজন— ধর্মীয় নেতা, পঞ্চায়েত সদস্য এবং প্রতিবেশী, শিক্ষক সহ সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী।
- সম্প্রদায় স্তরের কর্মীস্বাস্থ্যকর্মী/অন্বেষা ক্লিনিকের কাউন্সেলর।
- সরকারী বিভাগ যেমন— স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারী ও শিশু কল্যান, সাধারণ প্রশাসন, বিচার বিভাগীয়, পুলিশ এবং তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর।

কিশোর বয়সে বিয়ে হলে গর্ভধারণ বিলম্বিত করার জন্য একটি মেয়ে কী করতে পারে

- সাধারণত, আমরা জানি সদ্য বিবাহিত অল্পবয়সী মেয়েরা শ্বশুরবাড়িতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো অবস্থায় থাকে না। প্রথমত, তাকে তার স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির অন্যান্য সদস্যদের কাছে তাড়াতাড়ি সন্তান না হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতে হবে।
  দ্বিতীয়ত, আশা দিদি, এএনএম দিদির সাথে যোগাযোগ করুন এবং গর্ভাবস্থা বিলম্বিত করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করুন এবং তাকে বাড়িতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করুন এবং ২১ বছর বয়সের পরে সন্তান ধারণের প্রয়োজনীয়তা এবং গর্ভাবস্থা পরিকল্পনার গুরুত্ব এবং গর্ভাবস্থা দেরি করার জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত তা ভালোভাবে জানুন।

কিশোরী স্ত্রীর গর্ভাবস্থা বিলম্বিত করার জন্য একটি ছেলে/স্বামী কী করতে পারে।

- পরিবার পরিকল্পনা এবং প্রথম গর্ভধারণ বিলম্বিত করার বিষয়ে স্ত্রীর সাথে বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রয়োজনে পরিবারের অন্য সদস্যদের (মা ও বাবা) সঙ্গে নিয়ে আলোচনা করুন।
- কিশোরী গর্ভাবস্থার পরিণতি এবং তা এড়াতে গৃহীত ব্যবস্থাগুলি জানতে সম্প্রদায় স্তরে স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের (ANM, ASHA) সাথে যোগাযোগ করুন। কাউন্সেলিং পরিষেবা পেতে ব্লক হাসপাতালের অন্বেষা ক্লিনিকে যান।

21 বছর বয়সের পরে মেয়ের গর্ভাবস্থা বিলম্বিত করার জন্য বাবা-শ্বশুর-শাশুড়ি কী করতে পারেন?

- 21 বছর বয়স পর্যন্ত প্রথম গর্ভধারণ বিলম্বিত করার জন্য নববিবাহিত যুবক দম্পতিদের/নিজেদের সন্তান-মেয়ে/পুত্র, পুত্রবধূ/জামাইকে অবহিত করুন এবং সাহায্য করুন।
- যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষিত যৌন আচরণের উপর আলোচনা ও প্রচার করুন।
- গর্ভাবস্থা বিলম্বিত করার সুবিধা কী, মেয়েরা ২১ বছর বয়সের আগে গর্ভধারণ করলে এবং গর্ভাবস্থার পরিকল্পনার গুরুত্ব, গর্ভাবস্থা বিলম্বিত করার জন্য কি কি ব্যবস্থা নিতে হবে এবং গর্ভাবস্থার পরিকল্পনার গুরুত্ব জানতে জনগোষ্ঠী পর্যায়ে (গ্রাম শহর) স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের (ANM, ASHA) সাথে যোগাযোগ করুন। সদ্য বিবাহিত দম্পতিদের জন্য কাউন্সেলিং পরিষেবার ব্যবস্থা করতে ব্লক হাসপাতালের অন্বেষা কাউন্সেলর দিদির সাথে কথা বলুন।

কিশোরী গর্ভাবস্থা বিলম্বিত করতে জনগোষ্ঠীর প্রভাবশালীরা কী করতে পারে?

- বিলম্বিত গর্ভধারণের প্রচার, জন্ম পরিকল্পনা, প্রাপ্যতা এবং বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে উপযুক্ত গর্ভনিরোধক ব্যবহার বিষয়ে প্রচার
- ANM, ASHA কে দিয়ে বয়ঃসন্ধিকালে গর্ভধারণ এড়াতে সম্প্রদায়ের লোকদের সচেতন করার জন্য আলোচনা সভার আয়োজন করা।
- গর্ভাবস্থা বিলম্বিত করার বিষয়ে নববিবাহিত দম্পতির সাথে কথা বলুন এবং তাদের আশা দিদি, এএনএম দিদি এবং অন্বেষা ক্লিনিকে রেফার করুন।

কিশোরী গর্ভাবস্থা বিলম্বিত করার ক্ষেত্রে সম্প্রদায় স্তরের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের (ANM, ASHA) ভূমিকা কী?

- বিয়ের পর অবিলম্বে কিশোরীর বা দম্পতির নাম নথিভুক্তিকরণ (বিশেষ করে যদি একজন বা দুজনেই বয়ঃসন্ধিকালের মধ্যে থাকে) এবং ফলোআপ, তরুণ দম্পতি এবং শ্বশুর-শাশুড়িকে প্রথম জন্ম 21 বছর পর্যন্ত বিলম্বিত করার সুবিধাগুলি সম্পর্কে, বাচ্চা নেওয়ার পরিকল্পনার গুরুত্ব এবং দেরিতে গর্ভধারণের জন্য কি কি পদক্ষেপ নিতে হবে সে বিষয়ে সচেতন করা
- অল্প বয়সী দম্পতিদের পরামর্শ দান এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যাপ্ত গর্ভনিরোধক দেওয়া।
- বাড়ি বাড়ি গিয়ে গর্ভনিরোধক দেওয়া এবং গ্রাহকদের তথ্য রাখা
- গর্ভনিরোধক ব্যবহার করতে পুরুষ সঙ্গীকে উৎসাহিত করা।
- কাউন্সেলিং এবং গর্ভনিরোধক পরিষেবার জন্য নববিবাহিত দম্পতিকে অন্বেষা ক্লিনিকে রেফার করা।
- কৈশোরে গর্ভধারণের ঝুঁকি (21 বছর বয়সের আগে) এবং সক্ষম পরিবেশ তৈরি করতে গর্ভনিরোধক ব্যবহার সম্পর্কে জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন মানুষকে সচেতন করা।

কিশোরী গর্ভাবস্থা বিলম্বিত করার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য সরকারী বিভাগের ভূমিকা কী?

- সমস্যার তীব্রতা বিবেচনা করে, কিশোরী গর্ভাবস্থা মোকাবেলায় একটি বহুমুখী কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে। বাল্যবিবাহ রোধে বর্তমান নানা প্রকল্প অব্যাহত রাখা এবং জোরদার করা উচিত। তবে বয়ঃসন্ধিকালের মেয়ে বা ছেলেদের বিয়ে হলেও, মেয়ের 20 বছর বয়স পর্যন্ত প্রথম গর্ভধারণকে বিলম্বিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা উচিত।
- তরুণ কৈশোর দম্পতিদের নিবন্ধন ও ট্র্যাকিং, অল্পবয়সী বিবাহিত দম্পতিদের গুণমানসম্পন্ন কাউন্সেলিং-এর জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা, গর্ভধারণ বিলম্বিত করতে তরুণ দম্পতিদের প্রভাবিত করতে অবদান রাখতে পারে এমন সহমর্মী গোষ্ঠী গড়ে তোলা, গোষ্ঠী-ভিত্তিক আলোচনা সভা/প্রচারের আয়োজন, অনলাইন কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা, অন্যান্য বিভাগগুলি করবে। বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে বিলম্বিত গর্ভাবস্থার প্রচার করা এবং স্বাস্থ্য বিভাগকে বিভিন্ন উদ্যোগে সহায়তা করা।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার নববিবাহিত কিশোর দম্পতিদের সাথে বৈঠক পরিচালনার জন্য একটি নির্দেশিকার মধ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলির উল্লেখ করেছে
- কিশোরীর 21 বছর বয়স পর্যন্ত প্রথম গর্ভধারণ বিলম্বিত করার জন্য প্রতি শুক্রবার নববিবাহিত দম্পতিদের সাথে বৈঠকের ব্যবস্থা করা
- প্রতি শুক্রবার SC/SC-SK-এ তাদের নিজ নিজ এলাকার সমস্ত নব বিবাহিত দম্পতিকে একত্রিত করার জন্য আশা দিদিদের সচেতন করে তোলা
- CHA এবং CHO দ্বারা যোগ্য দম্পতি বিশেষ করে কিশোর দম্পতিদের 21 বছর বয়স পর্যন্ত প্রথম গর্ভধারণ বিলম্বিত করার জন্য পরামর্শ দেওয়া
- 20% এর বেশি বয়ঃসন্ধিকালীন গর্ভাবস্থা যুক্ত ব্লক এবং সাব-সেন্টার কে উচ্চ অগ্রাধিকার হিসাবে বিবেচনা করা হবে।
- সক্ষম দম্পতিকে বিভিন্ন গর্ভনিরোধক সম্পর্কে সচেতন করা।
- পরামর্শ এবং মৌখিক সম্মতির পরে কিশোর দম্পতিদের পাশাপাশি সক্ষম দম্পতিদের মধ্যে গর্ভনিরোধক বিতরণ।
- গর্ভনিরোধক ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়মিত খোঁজ খবর রাখা এবং যেকোন জটিলতার সমাধান (যদি থাকে)
- বয়ঃসন্ধিকালীন গর্ভাবস্থা যাতে এড়ানো যায় সেজন্য সমস্ত বিভাগ স্বাস্থ্য বিভাগকে সহায়তা প্রদান করতে পারে।
- মুখ্যসচিব কর্তৃক জারি করা কনভারজেন্স নির্দেশিকা টিনএজ গর্ভাবস্থা সপ্তাহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও অনুসরণ করা যেতে পারে। প্রচারাভিযানটিকে সফল করার জন্য, H&FW এবং WCD&SW বিভাগ নির্দেশিকায় উল্লিখিত নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলি যৌথভাবে গ্রহণ করবে।
- যৌথ কার্যক্রম এবং নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক এলাকার প্রচারাভিযান অবশ্যই সংগঠিত হতে হবে।
- ব্লক/জেলা পর্যায়ে প্রোগ্রাম ম্যানেজাররা সহায়ক তত্ত্বাবধানে জড়িত থাকবেন।

আসুন আমাদের পশ্চিমবঙ্গকে অবাঞ্ছিত এবং উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বয়ঃসন্ধিকালীন গর্ভধারণ থেকে মুক্ত করতে একসাথে হাত মেলাই। প্রতিটি শিশু মা ও পরিবার সুস্থ থাকুক।